

রুখতে হবে গুদের!!

আ. আ. গীফারি

০৩-০১-০৭

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২২শে জানুয়ারি, ২০০৭ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ঠিকঠাক থাকার কথা বলছি এই কারণে যে, এবারের নির্বাচন নিয়ে এমন হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরি হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণ আগে কখনো এরকম দেখেনি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জড়িত কোনো প্রতিষ্ঠানই সূষ্ঠ-স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না (কারো কারো কাছে, এগুলোকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না)। সবচেয়ে আশ্চর্যকর খবর হচ্ছে, এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তিন-তিনটি ভোটের তালিকা দিয়ে! সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, এই তিনটি তালিকা হচ্ছে ২০০০ সালের তালিকা, সংশোধিত তালিকা এবং হালনাগাদ তালিকা দিয়ে। এই তিনটি তালিকারই বিভিন্ন অংশে লাল কালি দিয়ে কাটা চিহ্ন এবং অতিরিক্ত নামের তালিকা সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনোটি থাকবে ছাপার অক্ষরে, কোনোটি কম্পিউটার কম্পোজে আর কোনোটি আবার হাতে লেখা!! নির্বাচনের সময় এগুলোকে কীভাবে সমন্বয় করা হবে, তা নির্বাচন কমিশন নিজেই জানে কী না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমরা মনে করি, এই তিন-তিনটি ভোটের তালিকা নিয়ে ভোট অনুষ্ঠিত হতে গেলে নির্ঘাত বিভ্রান্তি দেখা দিবে, গড়মিল হবে এবং কোনো কোনো জায়গায় সংঘাত বেধে যাবার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। একটি সূষ্ঠ নির্বাচনের আবশ্যিক প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সূষ্ঠ ভোটের তালিকা, এটিই এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি আমাদের নির্বাচন কমিশন। অথচ আর মাত্র ২০ দিনের মতো রয়েছে, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের।

এবার মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। গত বেশ কিছুদিন ধরে, সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নবম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ২০০৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যেন একটি সুস্থ স্বাভাবিক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসা যায় তার জন্য সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং আরো কিছু প্রতিষ্ঠান মিলে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহর, জেলা শহরে গিয়ে সভা-সম্মেলন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে থেকে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের বক্তব্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এমন সব সাধারণ নাগরিকের কাছে ছুটে গেছেন, দেশ নিয়ে তাদের বক্তব্য-ভাবনা-স্বপ্ন সংগ্রহ করেছেন, যাদের কাছে যাওয়া কিংবা যাদের বক্তব্য কখনো শোনার প্রয়োজন বোধ করতেন না (একমাত্র ভোটের সময় ছাড়া), আমাদের সম্মানিত সাংসদরা। দেশের প্রতিটি নাগরিকের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন থাকলেও, দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে সবাই একমত। একমত সবাই সন্ত্রাসী, গডফাদার, যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গি লালনকারীদের জাতীয় সংসদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। সুশীল সমাজের সদস্যরা বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের এসকল বক্তব্য সংগ্রহ করে, সমন্বয় সাধন করে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি রূপরেখা তৈরি করে পেশ করেছেন। এবং সাথে সাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন-১৯৭২ সংশোধনের জন্য আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য আরো একটি হতাশা ও দুঃখজনক খবর হচ্ছে, এবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল রাজনৈতিক দলগুলোই প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল সাধারণ নাগরিকের আন্তরিক কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনাকে খুব কমই মর্যাদা দিয়েছে, সুশীল সমাজের আবেদন-নিবেদনকে সামান্যই গুরুত্ব দিয়েছে।

বিএনপি, আওয়ামীলীগসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি যেকোন সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে প্রায়ই সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ, জঙ্গিবাদী, গডফাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের জোরালো অবস্থানের ঘোষণা করেন। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিজেদের জেহাদ ঘোষণার কথা সোচ্চারে জানান দেন। কিন্তু নির্বাচন আসলেই প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এসব জেহাদি বাণী আর সুরণে আনেন না। বিবেচনা করে দেখেন না, প্রার্থীর সততা, যোগ্যতা কতটুকু। আমাদের কাছে মনে হয় সবচেয়ে যে বিষয়টা ওনারা গুরুত্ব দেন সেটি হলো, তাদের মনোনীত প্রার্থীর আর্থিক সচ্ছলতা কতটুকু। এবারও তা হয়েছে আরও স্পষ্টভাবে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসক, সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত, জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপিরা

বড় দুই রাজনৈতিক জোট থেকেই মনোনয়ন পেয়েছে উন্মুক্তভাবে। এই যদি অবস্থা হয় তবে, আগামী নির্বাচনে যে দল বা জোটই ক্ষমতায় আসুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। দুর্নীতি কমবে না, সম্প্রদায় কমবে না। সম্ভ্রাসীদের অভিয়ারণ্য সারা দেশ জুড়েই বিস্তৃত হতে পারে। এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে বই কমবে না।

আমরা মনে করি, এখন সর্বশেষ ক্ষমতা এবং ভরসার জায়গা একটাই, একমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের কাছেই। অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি রাজনৈতিক দলগুলো কখনো জনগণের কথা কানে তুলে না, পাত্তা দিতে চায় না। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া জনগণকে কাছে আসতে দেয় না। এই যদি অবস্থা হয়, তবে আপনারা কী আবার নিজের পায়ে কুড়োল মারবেন? আপনাদের পায়ে নিজেরা কুড়োল মারলে দেশের গায়ে সেই কোপ পড়ে। আপনার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত কামনায়, দেশমাতৃকার কলঙ্ক দূরীভূত করতে হলে, আপনারা আর সেই সকল যুদ্ধাপরাধী, গণধিকৃত স্বৈরাচার, জঙ্গিবাদী, সম্ভ্রাসী, দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপিদের ভোট দিবেন না। আপনাদের এক একটি ভোট এই সকল গণদুশমনদের ক্ষমতাকে সুসংহত করে। তাই আপনারা একটু সচেতন হোন। একটু বিবেচনা করে ভোট দিন। আমাদের দেশ আমাদেরকেই গড়ে তুলতে হবে, আমাদের ভবিষ্যত আমাদের হাতেই। আপনার ভবিষ্যত গড়ার কারিগর এখন আপনিই। আপনার একটি সুচিন্তিত ভোট, বাংলাদেশের আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের পথে নিয়ে যাবে; বাংলাদেশকে বিশ্বমানচিত্রে আলোকিত করবে, সম্ভ্রাসবাদের অপবাদ, দুর্নীতির কলঙ্ক থেকে দূরীভূত করবে। আমরা এখন আপনার উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম।

এবার একটু নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা যাক আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য কোন দল বা জোট কোন কোন চিহ্নিত গণধিকৃত যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গিবাদী, গডফাদার, সম্ভ্রাসীদের মনোনীত করেছেন :-

আওয়ামীলীগ বা মহাঐক্যজোট থেকে মনোনয়ন প্রাপ্ত সম্ভ্রাসীরা :-

(১) নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনীত হয়েছেন শামীম ওসমান। বিগত সরকারের আমলে নারায়ণগঞ্জে ব্যাপক সম্ভ্রাস সৃষ্টি করে আলোচিত এই ব্যক্তি ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পরাজিত হলে রাতের আঁধারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি দেশে আর ফিরে আসেন নি, বিদেশেই অবস্থান করেছিলেন সুখে শান্তিতে। দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে দলের দুঃসময়ে তাকে দলের কাছাকাছি পাওয়া যায় নি কখনো। এবারের নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশে ফিরে এসেই আওয়ামীলীগের প্রার্থী হয়েছেন এই অতিথি পাখি।

(২) বরিশাল-১ আসন থেকে আওয়ামীলীগের টিকেট পেয়েছেন আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। ১৯৯৬-২০০১ সালে ক্ষমতায় থাকাকালে তাঁর দুই ছেলের বেপরোয়া সম্ভ্রাস, চাঁদাবাজির কারণে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত এই মান্যবর গত পাঁচবছর একটিবারের জন্যও নিজের এলাকায় যান নি, যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

(৩) ঢাকা-৮ আসন থেকে আওয়ামী নৌকায় চেপে বসার সুযোগ পেয়েছেন হাজি সেলিম। এই গুণধর ব্যক্তি ২০০০ সালে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি হলে চার আনসার সদস্যকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন, এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক ছয় ঘন্টা অবরোধ করে রেখেছিলেন নিজের পোষা সম্ভ্রাসী বাহিনী দিয়ে। এছাড়াও হরতালের সময় বিএনপি'র মিছিলে প্রকাশ্যে তাঁরই দেহরক্ষী 'নাইনশুটার গান' লিটন অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছিল। তৎকালীন প্রশাসন সব কিছু দেখেও মুখে আজুল দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল।

(৪) ময়মনসিংহ- ১০ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন গডফাদার আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ। ক্ষমতায় থাকাকালে তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়েছিল। এই গডফাদারদের সম্ভ্রাস থেকে রেহাই পায় নি নিজের ছেলে, ছেলের বউ, এমনকী নিজের স্ত্রীও। যৌতুকের জন্য তিনি ওদের পিটিয়ে বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পরিবার সংবাদ সম্মেলন করে, গোলন্দাজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ

দাবি করেছিল।

(৫) ফেনী থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামীলীগ আমলের সন্ত্রাসের সিংহপুরুষ জয়লান হাজারী'র বোন খোদেজা বেগম। আওয়ামীলীগ আমলে জয়নাল হাজারী সাংবাদিক নির্যাতন শুরু করে, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি এমন কোন অপরাধ নেই যে করেন নি। তার ক্যাডার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন শিকার হয়েছিলেন সাংবাদিক টিপু সুলতান। সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন ইত্যাদি কারণে একাধিক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় আওয়ামীলীগ থেকে তাকে মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ ছিল না। তাই হাজারীর অনুরোধে আওয়ামী লীগ অন্য কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে হাজারীর বোনকেই নির্বাচনের টিকিট দিয়েছে।

(৬) চট্টগ্রাম-১২ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন আওয়ামীলীগ আমলের আরেক ত্রাস আখতারুজ্জামান বাবু। বাবুকে স্বাধীনতার পর পরই দল থেকে বহিস্কার করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পরবর্তীতে আবার দলে ফিরে গিয়েছিলেন। ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল)-এর উদ্যোক্তা হুমায়ুন জহির হত্যাকাণ্ডে হাতেনাতে গ্রেফতার হওয়া ঘাতক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল, এই হত্যায় জড়িত আছেন এই ব্যাংকের আরেক মালিক আওয়ামীলীগ নেতা আখতারুজ্জামান বাবু। ক্ষমতায় থাকাকালে পুলিশ তাঁর কাছেই ঘেষতে পারেনি। পরবর্তীতে এই অসীম সাহসী বীর চট্টগ্রাম থেকে কুখ্যাত ক্যাডার (চিড়া আকবর, ত্র্যাক কাদেরসহ) ভাড়া করে নিয়ে এসে রাজধানীতে প্রকাশ্যেই ইউসিবিএল দখল করে নেন। এবারো তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোট ভিক্ষে করতে জনগণের দরবারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

(৭) ঢাকা-১ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন শেয়ারবাজার কেলেকারির নায়ক, ঋণখেলাপি করে কোটি কোটি টাকার মালিক সালমান এফ রহমান। শোনা যাচ্ছে, তিনি এখন শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

(৮) এছাড়া আরো আছেন, সুনামগঞ্জ-৪ আসন থেকে মুহিবুর রহমান মানিক (ওরফে বোমা মানিক), বাগেরহাট-১ ও ২ আসন থেকে টিকিট পেয়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত শেখ হেলান উদ্দিন, চাঁদপুর-৩ থেকে ছেলের সন্ত্রাসের জন্য আলোচিত-সমালোচিত নিন্দিত মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া।

(৯) ঢাকা-৫, সিলেট-৩, হবিগঞ্জ-৩, লালমনিরহাট-৩ ও রংপুর-৩ আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন সাবেক স্বৈরাচার, বিশ্ব বেহায়া, দুর্নীতিবাজ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ। কিন্তু এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত জাপানি নৌযান কেনা সংক্রান্ত মামলায় দুই বছরের সাজা দেয়ায় তাঁর সবগুলো মনোনয়নপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। বিগত সালে এরশাদের কীর্তি-মহিমা (!!) নিয়ে লেখতে গেলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। এরশাদ হেন কোনো কাজ নেই যে করেন নি। বাঙালি জাতি এখনও ড. মিলন, নূরহোসেনকে ভুলে যায় নি। এই স্বৈরাচারী এরশাদকে নিয়ে কিছুদিন আগ পর্যন্তও ১৪দল এবং ৪ দলের নাটক দেশবাসী খুব ভালোভাবেই উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সম্প্রতি মহাঐক্যজোটে গিয়ে ফেরেশতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

(১০) কুমিল্লা-১২ আসন থেকে দাড়িয়েছেন জাতীয় পার্টির নেতা চিনি কেলেকারির জন্য বিখ্যাত স্বৈরাচারের দোসর কাজী জাফর (ওরফে চিনি জাফর), পটুয়াখালী-১ থেকে আরেক স্বৈরাচারের কুখ্যাত দোসর রুহুল আমিন হাওলাদার।

(১১) সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজার) আসন থেকে খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান মহাঐক্যজোটের প্রার্থী হয়েছেন। এই জঙ্গিনেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান সিলেটে কাজির বাজার জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল এবং সাহাবা সৈনিক পরিষদের প্রধান। ফতোয়াবাজ মাওলানা হাবিবুর রহমান সিলেটে অঞ্চলে যাবতীয় মৌলবাদী কার্যক্রমের সাথে জড়িত। **পূর্বে তিনি প্রকাশ্য জনসভায় ফতোয়া দিয়ে লেখক তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিলেন, এমন কী তসলিমাকে**

বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সত্যেন সেনসহ প্রমুখ দেশ বরেণ্য ব্যক্তির নামে হলের নামকরণ বাতিলের দাবিতে মৌলবাদী আন্দোলন শুরু করেন। এছাড়া দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের গণসংবর্ধনা বাতিলের দাবিতে, সিলেটে ওপেন কনসার্ট বক্সসহ বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদী আগ্রাসন চালিয়েছেন। "আফগান থেকে বলছি" নামে বই প্রকাশ করে তিনি প্রকাশ্যেই ইসলামের নামে জঙ্গি আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। জঙ্গি তৎপরতার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের হিটলিস্টে রয়েছেন এই মাওলানা। তিনি বহুবার প্রকাশ্যেই বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত মানেন না। (সূত্র : প্রথম আলো; ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৬)

(১২) সিলেট-৫ আসন (কানাইঘাট-জকিগঞ্জ) থেকে মহাঐক্যজোটের মনোনয়ন পেয়েছেন আরেক মৌলবাদী নেতা আনজুমান আল ইসলামের কেন্দ্রীয় মহাসচিব মাওলানা হুসামউদ্দিন চৌধুরী। এলাকায় তিনি "ফুলতলী পীর"এর বড় ছেলে হিসেবে পরিচিত। একাত্তরের সময় ফুলতলী'র পীর এবং তাদের অনুসারীরা প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল। হানাদার পাকিস্তানের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই যুদ্ধাপরাধীর দল আওয়ামীলীগের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে।

(১৩) ময়মনসিংহ-৫ থেকে মহাঐক্যজোটের মনোনয়ন পেয়েছেন খেলাফত মজলিস নেতা মুফতি হাবিবুর রহমান। বিগত সব কটি নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিরোধিতাকারী এই নেতা গত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে বলেছিলেন, "যারা আওয়ামীলীগকে ভোট দেবে তারা জারজ"।

(১৪) নড়াইল-২ আসন থেকে মহাঐক্যজোটের মনোনয়ন পেয়েছেন খেলাফত মজলিস নেতা আল-মারকাজুল ইসলামের সভাপতি মুফতি শহিদুল ইসলাম। বিগত আওয়ামীলীগ আমলে জঙ্গিগোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রথম আলোচনায় এসেছিলেন এই মুফতি। খুলনার আহমদিয়া মসজিদে হামলা, ঢাকার জনকণ্ঠ ভবনে ব্রিফকেসে ট্যাংক বিধ্বংসী বোমা, মিরপুরের একটি মসজিদে মিস্টার প্যাকেটা বোমা রাখার দায়ে আওয়ামীলীগ আমলেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে গোয়েন্দা সংস্থা আফগান ফেরত এ দেশীয় মুজাহিদের তালিকা তৈরি করেছিল, এতে এই মুফতি শহীদুলের উপলিষ্টে নাম রয়েছে।

(১৫) চট্টগ্রাম-১৫ আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ইজাহারুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জেহাদ'র সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম লালখান বাজারে তার মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

(১৬) নওগাঁ-৬ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এলডিপি নেতা আলমগীর কবির। তাঁর বিরুদ্ধে রাজশাহী অঞ্চলে কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি এবং বাংলাভাই পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। অতীতে নকশালবাদী এই নেতা বিএনপি সরকারের শেষ সময়ে এসে যোগ দিয়েছেন এলডিপি-তে।

(১৭) নরসিংদী-৬ আসন থেকে দাঁড়িয়েছেন এলডিপি নেতা, ঠিকাদার সানাউল হক নীরু। এরশাদের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডার ছিলেন তিনি। প্রায় দুই দশক রাজনীতির বাইরে থেকে বর্তমানে এলডিপি-তে যোগ দিয়েছেন সাবেক এই ক্যাডার।

এরমশ